ঝিনাইদহে রমজানে নিত্যপণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে লিফলেট বিতরণ

আসন্ন রমজানে অতি মুনাফা, কৃত্রিম সংকট তৈরি না করাসহ নিত্যপণ্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখতে ঝিনাইদহে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০ টার দিকে জেলা দোকান মালিক সমিতি, পরিবেশক সমিতি ও চেম্বার অব কর্মাসের পক্ষ থেকে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

সকালে শহরের নতুন হাটখোলা, পুরানো হাটখোলা, ট বাজার, আরাপপুর, হামদহসহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসায়ীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন ব্যবসায়ী নেতারা। এছাড়াও মূল্য তালিকা প্রদর্শণ, অতিরিক্ত মুনাফা না করতেও ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান তারা। ব্যবসায়ীরা এ নির্দেশনা না মানলে ভ্রাম্যমাণ আদালত কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিলে ব্যবসায়ী সংগঠন তার দায়ভার নেবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

কর্মসূচিতে চেম্বার অব কর্মাসের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান খান মিঠু, পরিবেশক সমিতির সভাপতি আহসান হাবীব রনক, সাধারণ সম্পাদক সুশীল সরকারসহ ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাচা পদ্ধতিতে চিচিংগা চাষ, ফলন ও দামে খুশি

চাষিরা

মেহেরপুরে মাচা পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের চিচিংগা চাষে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা। চিচিংগা চাষে উপযুক্ত মাটি, এবং অনুকুল আবহাওয়ায় বাম্পার ফলন পাচ্ছেন চাষিরা। পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ সবজি হিসেবে চাহিদা থাকায় নিজ জেলার চাহিদা পুরুন করেও রপ্তানি করা হচ্ছে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। দাম ভাল পেয়ে খুশি চাষিরা। বৃষ্টিপাত বেশি হলে আরও বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব বলছেন কৃষকরা, সবজিখ্যাত মেহেরপুর জেলায় আরও নতুন নতুন সবজি আবাদে চাষিদের উদ্বুদ্ধকরনসহ নানা ভাবে সহায়তা করা হচ্ছে বলছেন কৃষি বিভাগ।

মেহেরপুরের বিভিন্ন মাঠে প্রায় ৬০ হেক্টর জমিতে মাচা পদ্ধতি ব্যবহার করে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু সবজি চিচিংগা আবাদ করা হচ্ছে। স্বল্প সময় ও অল্প খরচের এ সবজি চাষে লাভবান হচ্ছেন অনেক কৃষক। এখন চিচিংগা তোলার ভরা মৌসুম। জেলার বিভিন্ন বাজারে এখন ভাল দামে বিক্রি হচ্ছে চিচিংগা। জেলার মানুষের তরকারি চাহিদা পুরুন করেও বিভিন্ন এলাকার পাইকার ব্যবসায়ীরা চিচিংগা ট্রাক ভর্তি করে পাঠাচ্ছেন ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, চট্রোগ্রামসহ দেশেল বড় বড় শহরে। প্রতিকেজি চিচিংগা পাাইকারি বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা। আর খুচরা বাজারে এসবজির দাম ৩০ টাকা কেজি। মেহেরপুর সদর উপজেলার, রামদাসপুর গ্রামের কৃষক জামাল হোসেন এক বিঘা জমিতে উচ্চ ফলনশীল বঙ্গরেখা জাতের চিচিংগা আবাদ করেছেন। জমি প্রস্তত, বীজ, সার,কীটনাশক ও মাচা তৈরীতে বিঘাপ্রতি খরচ হয়েছে ১৫ হাজার টাকা। এখন এক বিঘা জমি থেকে প্রতি সপ্তায় দুদিন করে চিচিংগা পাচ্ছেন।

চাষি জামাল হোসেন জানান, প্রতি সপ্তায় অন্তত ৫ থেকে ৬মন করে চিচিংগা বিক্রি হচ্ছে। প্রতিমণ চিচিংগা পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ৬০০ টাকা দরে। ইতোমধ্যে তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকার চিচিংগা বিক্রি করেছেন। তিন মাসে তিনি আরও লক্ষাধিক টাকার চিচিংগা বিক্রির আশা করছেন।

ষোলমারি গ্রামের চাষি নাহিদ আলম বলেন গেল বছর আামি এক বিঘা জমিতে চিচিংগা আবাদ করেছিলাম। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা লাভ হয়েছিল। এবারও এক বিঘা জমিতে চাষ করেছি। একাধঅরে তিন মাস চিচিংগা বিক্রি করতে পারবো। এবছরে সব সবজির দাম ভাল হওয়ায় চিচিংগারও চাহিদা আছে বাজারে। জমি থেকে প্রতি সপ্তায়

দুদিন করে পাইকাররা চিচিংগা নিয়ে যায়। আবার স্থানীয় বাজারেও আমরা বিক্রি করি। অন্যান্য সবজির চেয়ে চিচিংগার চাহিদা এবছর অনেক বেশি,দামও ভাল।

গাংনী.কাথুলী গ্রামের চাষি আব্দুল কুদ্দুস জানান, যতদিন চাহিদা থাকে ততদিন আমরা সবজি হিসেবে চিচিংগা বিক্রি করি। শেষের দিকে চাহিদা কমে গেলে বীজের জন্য চিচিংগা রেখে দিই। বীজ বিক্রি করেও ভাল টাকা লাভ করি প্রতি বছর।

ষোলমারি গ্রামের পাইকার ব্যবসায়ী মিশকাত,মিন্টু ও রামদাসপুরের মুন্তাজ আলী জানান, আমাদের অঞ্চলে উৎপাদিত সবজির চাহিদা বাইরের জেলায় অনেক ভাল। অন্যান্য সবজির পাশাপাশি যে চিচিংগা আবাদ হয়, সে চিচিংগা দেখতে অনেক ভাল। খেতেও সুস্বাদু। আমরা প্রতিনিয়ত অন্যান্য সবজির সাথে ট্রাকভর্তি করে ঢাকা,বরিশাল, সিলেট ও চট্রোগ্রামে বিক্রি করি। এতে কৃষকরা যেমন লাভবান হচ্ছেন,তাদের পাশাপাশি আমরা(ব্যবসায়ীরাও) লাভবান হচ্ছি।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, মেহেরপুর জেলার মাটি ও আবহাওয়া সব আবাদেরই উপযোগী। কৃষরা এ মাটিতে যা ফলানোর চেষ্টা করেন তাই ফলে। কয়েক বছর যাবত জেলায় মাচা পদ্ধতি অবলম্বন করে চিচিংগা আবাদ করেছেন। এ আবাদে আজও কেউ লোকসানে পড়েনি। সকলেই লাভবান হচ্ছেন। আমরা নতুন নতুন আবাদে কৃষদদের উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছি। সেই সাথে চিচিংগাসহ বিভিন্ন সবজি আবাদে কৃষকদের সব ধরনের সহযোগীতা অব্যাহত রেখেছি।

মেহেরপুরে লিচু উৎপাদন কম হলেও দামে খুশি বাগানিরা

মেহেরপুরের বিভিন্ন বাগানের লিচু গাছে থোকায় থোকায় ঝুলছে লাল সবুজ রংয়ের লিচু। সুস্বাদু এ লিচু প্রতিবছরই জেলার চাহিদা মিটিয়ে বিক্রি হয় রাজধানী শহর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। ইতোমধ্যে আটি জাতের লিচু বাজারজাত শুরু হয়েছে। জেলা জুড়ে চলছে লিচু বিক্রির মহাউৎসব। লিচু বাজারজাত করনে ব্যাস্ত সময় পার করছেন লিচু

তবুও তিনি ২০ বছরের ব্যবসা ধরে রাখার কারনে এবারও ব্যবসা করতে হচ্ছে।

লিচু সংগ্রহে নিয়োজিত শ্রমিক সাগর আহাম্মেদ জানান, প্রতি বছর এসময় লিচুর বাগানে কাজ করেন। সকাল ৬টা থেকে দুটুর ১টা পর্যন্ত কাজ করে মজুরি পান ৫০০ টাকা। এভাবে এক মাস যাবত একাজ চলমান থাকবে। আটি লিচু বিক্রি শেষ হলে বোম্বাই ও চাইনা থ্রি লিচু বিক্রি শুরু হবে। শুধু সাগর আহম্মেদ নয় বিভিন্ন লিচু বাগানে কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন কয়েক হাজার শ্রমিক।

মেহেরপুর বাজারের লিচু ব্যবসায়ী মহন আলী জানান, প্রতিদিন তার আড়ৎ থেকে ২ হাজার কাউন লিচু বিক্রি হচেছ। অন্যান্য বছরে তার আড়ৎ থেকে ৪/৫ হাজার কাউন লিচু বিক্রি হতো। এবার লিচু বাজারে কম আসছে।

মেহেরপুর জেলা কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, মেহেরপুরে প্রায় ৮০০ হেক্টর জমিতে লিচুর বাগান রয়েছে। উক্ত বাগানে লিচু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাড়ে ৬ হাজার টন । কৃষকরা প্রতি কাউন লিচু বিক্রি করছেন ২৫০০ টাকা থেকে ২৭০০ টাকা দরে। বর্তমানে আটি লিচু বিক্রি শুরু হয়েছে। এরপর বোম্বাই ও আতা বোম্বাই এবং চাইনা থ্রি লিচু বিক্রি শুরু হবে। জেলার চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় লিচু বিক্রি করে চাষিরা লাভবান হচ্ছেন॥ কৃষি বিভিগারে পক্ষ থেকে লিচু সংগ্রহের কৌশল,বাজারজাত করনের পদ্ধতি এবং পরিচার্যা বিষয়ক সকল ধরনের পরামর্শ দেয়া অব্যাহত রেখেছি।

মেহেরপুরে ব্রয়লারের দাম বেড়ে ডাবল সেঞ্চুরিতে (ভিডিও সহ)

মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে কেজিতে ৭০ টাকা। ব্রয়লার মুরগীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সোনালী ও দেশি মুরগির দাম। প্রতি কেজী সোনালী মুরগীর দাম বেড়েছে ৪০ টাকা, দেশি মুরগীর দাম বেড়েছে ২০ থেকে ৩০ টাকা।

গতকাল সোমবার মেহেরপুর বড় বাজারের মুরগি বাজারে সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশি মুরগির বিক্রি হয়েছে ৪৫০ টাকা, সোনালি মুরগি ২৭০ টাকা এবং বয়লার মুরগি ২০০ থেকে ২১০ টাকা, ডিম পাড়া (কর্ক) মুরগি ২৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হচ্ছে। এক সপ্তাহ আগে একই বাজারে দেশি মুরগি বিক্রি হয়েছে ৪৩০ থেকে ৪৪০ টাকা, সোনালী ২৩০ থেকে ২৪০ টাকা এবং বয়লার ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা, ডিম পাড়া (কক) মুরগি ২২০ থেকে ২৩০ কেজি দেও বিক্রি হয়েছে। দিনে দিনে মুরগির দাম বেড়ে যাওয়ায় গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে মুরগি বাজার প্রায় ক্রেতা শুন্য দেখা গেছে।

বড়বাজারের মুরগি ব্যবসায়ী মো: সাকিব বলেন, আগে খামারিদের কাছ থেকে মুরগির বাচ্চার পিস ছিল ২৫ থেকে ৩০ টাকা। এখন সেই মুরগির বাচ্চা ৪৫ টাকা । অনেক দাম বেড়ে গেছে সেই কারণে ব্রয়লার এর দাম বেড়ে গেছে। আবার যদি আগের মতো ব্রয়লারের বাচ্চার দাম কমে, খাবারের দাম কমে তাহলে আগের অবস্থায় চলে আসবে।

বড় বাজার মুরগি ব্যবসায়ী ওয়াদুদ বলেন বর্তমানে ব্রয়লার একটু সঙ্কট আছে। বাকি দেশি সোনালী ডিমপাড়া (কর্ক) পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। ব্রয়লারের দাম বাড়ার কারণে বিক্রয়ের পরিমাণ কমে গেছে।

তিনি আরো বলেন, এই বাজারে আনুমানিক ২০টি দোকান আছে এখান থেকে গড়ে প্রতিদিন সোনালি মুরগি ৬০০ কেজি, ডিম পাড়া (কক) মুরগি ২৫০ কেজি, ব্রয়লার ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি পর্যন্ত বিক্রয় হয়।

এ সময় বাজারে মুরগি কিনতে আসা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী বলেন, ব্রয়লার মুরগি ২১০ টাকা কেজি। আমরা গরিব মানুষ কিনে খাব কি করে। আমরা দিনে ৫০০ টাকা উপার্জন করি ২ কেজি মুরগির কিনলে খরচ হয় ৪২০ টাকা। তাহলে চাল, ডাল, তেল ইত্যাদি কিনব কি দিয়ে আর সংসার চালাবো কি করে। হয় চুরি করতে হবে, আর তা নাহলে ডাকাতি করতে হবে বলে তিনি আক্ষেপ করেন।

মমতাজ নামের এক মহিলা ক্রেতা বলেন, আমাদের মত গরিব মানুষদের ব্রয়লার মাংসও জুটবে না। এভাবে দাম বাড়তে থাকলে মুরগি কেনা নয়, সংসার চালানোয় দায় হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দামুড়হুদায় সার বেশি দামে বিক্রি করায় জরিমানা

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম। শনিবার সকাল ১০টার দিকে তিনি এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় কুড়ুলগাছি বাজরের কাউন্সিল মোড়ে অবস্থিত মেসার্স রফিক ট্রেডার্সে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২ ধারা মোতাবেক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম বলেন, কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে সারের দাম বেশি না নিতে পারে, সে বিষয়ে তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত জোরদার করা হবে।

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্যে কীটনাশক ও সার বিক্রি করায় এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ঘোড়ামারা বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল জব্বার।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত

দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন। এছাড়াও ভেজাল ও নকল কীটনাশক বিক্রি করার অভিযোগে ঘোড়ামারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়।

ভোড়ামারা বাজারে সুমি ট্রেডার্সের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।তদারকিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় ব্যবসায়ীর জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে রাসায়নিক সারের দাম বেশি নেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার আইলচারার বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আইলচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। আইলচারা বাজারে মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজে গিয়ে দেখা যায় ইউরিয়া সার প্রতি কেজি ২২ টাকার পরিবর্তে ২৬ টাকা, এমওপি সার প্রতি কেজি ১৫ টাকার পরিবর্তে ৩০ টাকা, ডিএপি সার প্রতি কেজি ১৬ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা, টিএসপি সার প্রতি কেজি ২২ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করছেন।

সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজের মালিক মোঃ সাইদুল ইসলামকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি অফিসার সৌতম কুমার শীল, কুষ্টিয়া জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে ফের দাম বাড়ল সয়াবিনের

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে তা লিটারে ৯ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে-যা মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর করা হয়।বিশ্ববাজারে সয়াবিন তেলের দাম নিম্নমুখী। এরপরও দেশে বাড়ানো হলো এর দাম।

পরিশোধন মিল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে দাম বৃদ্ধির বিষয়টি জানিয়েছে।

এদিকে তেলের দাম বাড়ায় ক্রেতাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তারা বলছেন, বাজারে সব ধরনের পণ্যের উচ্চমূল্যের মধ্যেই তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে আয়ের সঙ্গে ব্যয় সামলাতে ভোগান্তি আরও বাড়বে।

মিল মালিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেল গ্রাহক পর্যায়ে বিক্রি হবে ১৭৫ টাকায়, যা এর আগে ১৬৬ টাকা ছিল। অর্থাৎ, খোলা সয়াবিনের দাম লিটারে বাড়ছে ৯ টাকা। আর প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি হবে ১৯২ টাকায়, যা এতদিন ১৮৫ টাকা ছিল। অর্থাৎ লিটার বোতলে ক্রেতাকে ৭ টাকা করে বাড়তি গুনতে হবে। সয়াবিন তেলের ৫ লিটারের বোতল বিক্রি হবে ৯৪৫ টাকায়। সেক্ষেত্রে লিটার প্রতি দাম পড়বে ১৮৯ টাকা।

নতুন সিদ্ধান্তে সয়াবিনের দাম বাড়লেও লিটারে ৭ টাকা কমেছে পাম তেলের দাম। প্রতি লিটার পাম তেল এখন বিক্রি হবে ১৪৫ টাকায়, যা আগে ১৫২ টাকা নির্ধারিত ছিল।

যে যে পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নেওয়া। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা। পরিবহণ খরচ বাড়ায় পণ্যের দাম কত হয়, তা নির্ধারণ করা। এতে অসাধুরা সুযোগ নিতে পারবে না।